২০১১-২০১২ এবং ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের জাতীয় রপ্তানি ট্রফি বিতরণ অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন, ঢাকা, রবিবার, ১৩ ভাদ্র ১৪২৩, ২৮ আগস্ট ২০১৬

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ,
শিল্প ও বণিক সমিতির নেতৃবৃন্দ,
জাতীয় রপ্তানি ট্রফি প্রাপকবৃন্দ,
উপস্থিত সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত ২০১১-২০১২ এবং ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের জাতীয় রপ্তানি ট্রফি বিতরণ অনুষ্ঠানে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আগস্ট মাস, শোকের মাস। আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং ১৫ই আগস্টের সকল শহীদের প্রতি। স্মরণ করছি জাতীয় চার-নেতা এবং মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদ এবং ২-লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে। মুক্তিযোদ্ধাদের সালাম জানাচ্ছি।

জাতির পিতার স্বপ্ন ছিল একটি শোষণমুক্ত, সমৃদ্ধশালী, স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ার। এজন্য তিনি পাকিস্তানী স্বৈরশাসকদের ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে, জেল-জুলুম সহ্য করে স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

স্বাধীনতার পর যখন যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনের কাজ করছিলেন বঙ্গবন্ধু, তখনই তাঁকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা থেমে যায়। দেশে লটুপাটের রাজনীতি শুরু হয়। ক্ষমতাসীনরা সাধারণ মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের পরিবর্তে নিজেদের আখের গোছাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

দীর্ঘ একুশ বছর পর ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নেওয়ার পর দেশের মানুষ প্রথম উন্নয়নের স্বাদ পায়। আমরা স্বল্প এবং দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করি। দেশকে খাদ্যে স্বয়ং-সম্পূর্ণ করি। জিনিসপত্রের দাম সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে নিয়ে আসি। দেশি-বিদেশী বিনিয়োগ বাড়তে থাকে। বঙ্গবন্ধু সেতুসহ বড় বড় অবকাঠামো নির্মিত হয়। ভারতের সঙ্গে গঙ্গার পানি চুক্তি, পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির মাধ্যমে প্রতিবেশি দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি হয়।

২০০১ সালের কারচুপির নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসে বিএনপি আবার দেশকে পিছনে নিয়ে যায়। শুধু একটা উদাহরণ দেই। ২০০১ সালে দায়িত্ব হস্তান্তরের সময় আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন ৪ হাজার ৩০০ মেগাওয়াট রেখে গিয়েছিলাম। ২০০৯ সালে এসে বিদ্যুৎ উৎপাদন পাই ৩২০০ মেগাওয়াট। পূর্ববর্তী ৭ বছরে এক মেগাওয়াট বিদ্যুতও বিএনপি সরকার এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার জাতীয় গ্রিডে যোগ করতে পারেনি। হত্যা, সন্ত্রাস, হাওয়া ভবন সৃষ্টি করে লুটপাটসহ এমন কোন অপকর্ম নেই তারা করেনি।

২০০৮ সালের নির্বাচনের পর জনগণের বিপুল ম্যান্ডেট নিয়ে আমরা সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নেই। নির্বাচনের আগেই আমরা একটি ইশতেহার ঘোষণা করি। সেই ইশতেহারে আমরা সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি ঘোষণা করি। যার নাম রূপকল্প ২০২১। আমি জেলখানায় থাকতে এই রূপকল্পের একটি সংক্ষিপ্ত খসড়া তৈরি করেছিলাম। জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর বছর ২০২০-২১ সালে বাংলাদেশ কেমন হবে, মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থা কেমন হবে তার একটা রূপরেখা আমরা এ ইশতেহারে তুলে ধরি।

সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে আমরা রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং দারিদ্র্য মোচন কৌশলপত্র বা পিআরএসপি তৈরিসহ নানা পরিকল্পনা তৈরি করি এবং উন্নয়ন কাজ এগিয়ে নেই।

আর্থ-সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাংলাদেশ আজ বিশ্বের রোল মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ২০০৯ সালে আমরা যখন দায়িত্ব নেই তখন বিশ্বব্যাপী মন্দা চলছিল। সেই মন্দার প্রভাব এখনও পুরোপুরি কাটেনি। তা সত্বেও বিগত সাড়ে সাত বছরে মাথা পিছু আয় প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়ে ১ হাজার ৪৬৬ মার্কিন ডলারে হয়েছে। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে রপ্তানি আয় ছিল ১৪.১১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। গত অর্থবছরে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৩৪.২৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

এ সময়ে রপ্তানি আয়ের গড় প্রবৃদ্ধি ছিল প্রায় ১২.৫২ শতাংশ। পরিমাণগত দিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাংলাদেশ ৬.৯১ বিলিয়ন ইউনিট রপ্তানি করেছে যা পূর্ববর্তী বছরে ছিল ২.৪৪ বিলিয়ন ইউনিট। প্রবৃদ্ধির হার ১৮৩.২০ শতাংশ। ইউরোর দরপতন না হলে আমাদের রপ্তানি আয় গত অর্থবছরে ৪০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যেত। অব্যাহত রপ্তানি আয় বৃদ্ধি এবং প্রবাসী ভাই-বোনদের রেমিটেন্স বৃদ্ধির ফলে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে।

এসব সাফল্যের পিছনে আমাদের শিল্প-উদ্যোক্তা এবং ব্যবসায়ীদের কঠোর পরিশ্রম এবং উদ্ভাবনশক্তি যেমন কাজ করেছে, তেমনি আমাদের সরকারের ব্যবসা-বান্ধব নীতি সহায়ক হিসেবে কাজ করেছে।

আমরা দায়িত্ব নেওয়ার পর রপ্তানি বাণিজ্যে সহায়তা প্রদানের জন্য নগদ সহায়তার পরিমাণ বহুলাংশে বৃদ্ধি করেছি। গত সাত বছরে প্রায় ২১ হাজার কোটি টাকা নগদ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে নগদ সহায়তার পরিমাণ ছিল মাত্র ৬০২ কোটি টাকা, আর গত ২০১৪-১৫ অর্থবছরে আমরা ৪ হাজার কোটি টাকা নগদ সহায়তা দিয়েছি।

রপ্তানি উন্নয়নে প্রতিটি সম্ভাব্য খাতে ২০৪১ সালকে লক্ষ্য করে পথনকশা (Road Map) প্রণয়ন করা হচ্ছে। রপ্তানি বিষয়ে সামগ্রিক সহায়তা প্রদান ও বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতে দু'টি করে উইংসহ মোট ২১টি বাণিজ্যিক উইং কার্যকর করা হয়েছে।

সম্প্রতি দক্ষিণ কোরিয়ার সিউলে এবং সিঙ্গাপুরে দু'টি নতুন বাণিজ্য উইং খোলা হয়েছে। বাংলাদেশ ২০০৮-০৯ থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছর সময়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর ব্যবস্থাপনায় বিদেশে ১৯৬টি আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণ করে।

২০২১ সালে দেশের রপ্তানি ৬০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার নির্ধারণ করা হয়েছে। শুধু তৈরি পোশাক খাতে ৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে।

বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও রপ্তানি পণ্য প্রদর্শনীর জন্য চীনের সহায়তায় মুন্সিগঞ্জ জেলার বাউশিয়াতে প্রায় ৫৩১ একর জমির ওপর Bangladesh-China Friendship Exhibition Center নামে একটি অত্যাধুনিক গার্মেন্টস শিল্প পার্ক নির্মাণ প্রক্রিয়া চলছে। ৭৯৬ কোটি টাকা ব্যয়ে এই কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ ২০১৯ সালের জুন মাসের মধ্যে শেষ হবে। ২০৩০ সালের মধ্যে আমরা সারাদেশে ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। ইতোমধ্যে ১০টির কাজ এগিয়ে চলছে।

প্রিয় ব্যবসায়ী ও শিল্পোদ্যোক্তাবৃন্দ,

সীমিত পণ্যের উপর দেশের রপ্তানি নির্ভরতা দেশের রপ্তানি বাণিজ্যের অন্যতম দুর্বলতা। রপ্তানি বাণিজ্যের এ সমস্যা দূর করার জন্য পণ্য তালিকায় নতুন নতুন পণ্যের সংযোজন এবং কম অবদান রাখছে এমন পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

এজন্য আমরা শ্রমঘন শিল্প প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্ব প্রদান করেছি। আপনারা জানেন বিশ্বের উন্নত দেশ এমনকি উন্নয়নশীল দেশে শ্রমশক্তির প্রকট অভাব। বাংলাদেশের জনশক্তি অর্থনৈতিক সম্পদ। এদেশের ৭৩% মানুষ ৪০ বছর বা তার চেয়ে কম বয়সী। বয়স্ক মানুষের সংখ্যাধিক্যতা এবং কর্মঠ মানুষের ঘাটতির কারণে শ্রমঘন শিল্পে বিশ্বের শক্তিশালী দেশসমূহ ক্রমাগত পিছিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ যাতে সেই জায়গা পুরণ করতে পারে তার জন্য আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আমাদের রপ্তানি খাতের স্লোগান হচ্ছে From Shirt to Ship।

ঔষধ রপ্তানিতে বাংলাদেশ অত্যন্ত সফল। ঔষধ একটি বিশাল খাতে পরিণত হবে। ইতোমধ্যে আমরা ১২২টি দেশে রপ্তানি করছি। ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পণ্য ও বাজার বহুমুখী করার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছি।

৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার টার্গেটসমূহ অর্জিত হলে আমরা SDG-এর ৮২% লক্ষ্যমাত্রা সম্পূর্ণরূপে অর্জন করতে সক্ষম হব। অধিক মূল্য সংযোজিত পণ্য উৎপাদনে ও দেশজ কাঁচামাল নির্ভর রপ্তানি পণ্য উৎপাদনে আপনাদের মনোনিবেশ করার অনুরোধ জানাচ্ছি।

এক্ষেত্রে আমাদের পাটভিত্তিক বহুমুখী পণ্য, খাদ্যসহ এগ্রো প্রসেসড পণ্য, হিমায়িত চিংড়ি, আম ইত্যাদির রপ্তানি বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি।

শ্রমঘন আইসিটি সংশ্লিষ্ট সেবা খাতের রপ্তানি বৃদ্ধির প্রতিও আমরা জোর দিয়েছি। আমি উদ্যোক্তাবৃন্দকে অন্যান্য সেবাখাতের রপ্তানিতে এগিয়ে আসার অনুরোধ জানাচ্ছি।

সরকারের বাণিজ্যিক কূটনীতির সাফল্যের কারণে ডব্লিউটিও-এর ট্রিপস চুক্তির মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর ২০৩২ সাল পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। এরফলে ঔষধ রপ্তানি বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। এলডিসিভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশই বিশ্বমানের ঔষধ উৎপাদন এবং চাহিদা মোতাবেক রপ্তানি করতে সক্ষম।

রপ্তানিকারকদের রপ্তানি প্রক্রিয়া সহজতর করার লক্ষ্যে এক্সপোর্ট প্রমোশন ব্যুরো (ইপিবি) এর অটোমেশন করা হয়েছে। ফলে প্রতি মিনিটে দু'টি করে জিএসপি সার্টিফিকেট ইস্যু করা সম্ভব হচ্ছে। বর্তমানে পৃথিবীর ১৯৮টি দেশে ৭৪৪টি গার্মেন্টস পণ্য রপ্তানি করা হয়ে থাকে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ন্যাশনাল ট্রেড পোর্টাল চালু করা হয়েছে। এটি পরিপূর্ণতা পেলে গোটা বিশ্বের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্কিত তথ্য সংযোগের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। অতি সহজেই বিশ্বের যে কোন প্রান্ত থেকে বাণিজ্য বিষয়ক সফল তথ্য প্রাপ্তি সম্ভবপর হবে।

আমরা ডব্লিউটিও-এর ট্রেড ফেসিলিটেশন এগ্রিমেন্ট অনুস্বাক্ষর করেছি। খাদ্যদ্রব্যে ফরমালিনের ব্যবহার রোধকল্পে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ফরমালিন কন্ট্রোল এ্যাক্ট, ২০১৫ প্রণয়ন করেছে।

আমাদের অন্যতম লক্ষ্য হল ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলা। এ লক্ষ্য বাস্তয়নে আমার সরকার বাস্তবমুখী নানা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। আমাদের সরকারের এ স্বপ্ন বাস্তবায়নে আমরা সহায়ক সকল উপায় কাজে লাগানোর চেষ্টা করছি।

আপনাদের সবার সহযোগিতায় অন্য যে কোন সময়ের তুলনায় আমরা অনেক বেশী সফলতার দাবীদার। বর্তমান সরকার ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের মাধ্যমে দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থান ও আয়ের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করছে। বিগত সাড়ে সাত বছরে সরকারি বেসরকারি খাতে দেড় কোটির বেশি মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। দারিদ্র্যের হার ২২.৪% হ্রাস পেয়েছে। এখন আমাদের লক্ষ্য ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তোলা।

দ্রুত পরিবর্তনশীল ও প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থায় টিকে থাকার জন্য আমরা রপ্তানি বাণিজ্যসহ বাংলাদেশের সকল অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে গতিশীল ও বহুমুখী করে তোলার চেষ্টা করছি। এ উদ্দেশ্যে কার্যকর ও দক্ষ আমদানি ও রপ্তানি নীতিমালা প্রণয়নসহ রপ্তানি বাণিজ্য প্রসারে বিবিধ কৌশল গ্রহণ করেছি।

সকল নিয়মতান্ত্রিক বাণিজ্যিক কর্মকান্ড সরকারি সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে - এটুকু আমি দৃঢ়ভাবে বলতে পারি। পাশাপাশি আপনাদের যেকোন গঠনমূলক পরামর্শ আমরা গ্রহণ করতে দ্বিধা করব না।

আজকে যাঁরা ২০১১-২০১২ এবং ২০১২-২০১৩ অর্থবছরের জাতীয় রপ্তানি ট্রফি পেলেন, তাঁদের আমার নিজের পক্ষ থেকে এবং সরকারের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এ পদক আপনাদের সঙ্গে সঙ্গে অন্যদেরও আরও বেশি করে পণ্য রপ্তানিকে উৎসাহিত করবে বলে আমি আশাবাদী।

সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...